"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থে থেকে সকলের প্রতি দায় দায়িত্ব পালন করো, একবার অসীমের সন্ন্যাস গ্রহণ করে ২১ জন্মের প্রালব্ধ বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - চলতে ফিরতে কোন একটি বিষয় মনে রাখলে, তোমরা এই আত্মিক যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে থাকবে ?

*উত্তরঃ - চলতে ফিরতে যেন স্মরণে থাকে যে আমরা হলাম অ্যাক্টর, আমাদেরকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা এই কথাই মনে করিয়ে দেন। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি - এই স্মৃতিতে থাকাই হলো মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব । এটাই হলো আত্মিক যাত্রা, যা তোমাদেরকে বাবা শিখিয়ে থাকেন।

*প্রশ্নঃ - সদগতির লক্ষণ কি ?

*উত্তরঃ - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... এই যে মহিমা, এই মহিমাই হল সদগতির লক্ষণ, যা তোমরা বাবার থেকে প্রাপ্ত করে থাকো।

*গীতঃ- ধৈর্য ধর রে মন....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী জানে যে, এখন এই পুরাতন নাটকটি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আর কিছুক্ষণ দুঃখের দিন আর এরপর সদা কালের জন্য সুখ আর সুখই থাকবে। যখন সুখের ঠিকানা জানতে পারা যায়, তখন বোঝা যায় যে এখন এ হল দুঃখধাম আর এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক । এখন সুখের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো বা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছো। যে যেকোনো ব্যক্তিকে এটা বোঝানো খুবই সহজ। এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, বাবা আমাদের নিতে এসেছেন ঘর গৃহস্থে থেকেও পদ্ম ফুলের সমান পবিত্র হয়ে থাকতে হবে, দায় দায়িত্বও অবশ্যই পালন করতে হবে। আর যদি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে না পারে

তবে তো সন্ন্যাসীদের মত হয়ে গেলো। যে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে না, তবে সেটাকে নিবৃত্তি মার্গ বা হঠযোগ বলা হবে। এখন ভগবান রাজযোগ শিখিয়ে দেন যা আমরা শিখি। ভারতের ধর্ম শাস্ত্র হলো গীতা। সন্ন্যাসীরা হঠযোগ করে থাকেন, ঘর সংসার সমস্ত ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া। ওদের জন্ম জন্মান্তর ধরে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। তোমরা ঘর গৃহস্থে থেকে শুধুমাত্র একবার (বেহদের) সন্ন্যাস গ্রহণ করে তারপর ২১ জন্ম তার প্রালব্ধ পেয়ে থাকো। ওদের হলো সীমার সন্ন্যাস, তোমার হলো অসীম এর সন্ন্যাস। তোমাদের রাজযোগের অনেক খ্যাতি রয়েছে । ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। উঁচুর থেকেও উঁচু যিনি, তাকেই ভগবান বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারেন না। অসীমের পিতা নিরাকার। অসীমের রাজত্ব তিনিই একমাত্র দিতে পারেন। এখানে ঘর গৃহস্থে থেকে কাউকে ঘৃণা করা হয় না। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্ম ঘর গৃহস্থে থেকেও পবিত্র হও। কোনো সন্ন্যাসীকে পতিত পাবন বলা যায় না। তারাও পবিত্র দুনিয়া কামনা করে। সে হলো সম্পূর্ণ এক দুনিয়া সেইজন্যই সকলে পতিত পাবন বাবাকে ডাকে। যারা ঘর গৃহস্থে থাকে না তারা দেবতাদেরও মানে না। তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। আবার বাবা কখনো হঠযোগ শেখাবেন না। এ সবই হল বোঝার মতো বিষয়।

এখন দিল্লিতে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স হবে। ওখানে এ সকল বোঝাতে হবে, লিখে দিতে হবে। লেখা থাকলে তবে সকলে বুঝে যাবে । এখন আমরা হলাম উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুলের, ওরা হলো শূদ্র বংশের। আমরা আস্তিক, ওরা নাস্তিক। ওরা ঈশ্বরকে জানে না আর আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকি। তো মতভেদ তো আছে তাই না । বাবা এসে আমাদেরকে আস্তিক করেন। বাবার হয়ে গেলে, বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ বড় জটিল কথা। সবার প্রথমে তো বুদ্ধিতে এই বিষয়টি পাক্কা করতে হবে যে গীতার ভগবান পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। ভারতে দেবী দেবতা ধর্মই ছিল মুখ্য। ভারতবাসী নিজের ধর্ম ভুলে গেছে । এও তোমরা জানো যে ভারতবাসীদেরকে এই ড্রামা অনুযায়ী, নিজের নিজের ধর্ম ভুলতেই হবে, তবেই তো বাবা এসে তা পুনঃস্থাপন করেন । নাহলে বাবা আসবেন কেন ? তিনি বলেন, যখন যখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তখন আমি আসি। প্রায় লুপ্ত অবশ্যই হতে হবে। বলা হয় বলদের এক পা ভেঙে গেছে, বাকি তিন পায়ে এই সমস্ত দুনিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ্য হল ৪ ধর্ম। এখন দেবতা ধর্মের পা ভেঙে গেছে অর্থাৎ ওই ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই কারণেই বট বৃক্ষের (ঝাড়ের) উদাহরণ

দেওয়া হয়েছে যে, মূল বৃক্ষটি নষ্ট হয়ে গেছে বাকি শাখা-প্রশাখা বেঁচে আছে। তো এদের মধ্যেও আর দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। বাকি মাঠ পন্থ ইত্যাদি অনেক আছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন এই জ্ঞানের আলোয় ভরে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ড্রামার এই রহস্য জেনে গেছ যে, সমস্ত ঝাড়টাই এখন পুরাতন হয়ে গিয়েছে। কলি যুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, এই সৃষ্টি চক্র অবশ্যই ঘুরবে। বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। চলতে ফিরতে যেন স্মরণে থাকে, যে এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে । মনমনাভব, মধ্যাজী ভব - এর অর্থ এই একই । কোনো বড় সভায় ভাষণ করতে হলে, এটাই বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় বলছেন যে - বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা জেনে, বাবাকে স্মরণ করো, তবেই পাপ দগ্ধ হবে। আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মত হয়ে আমাকে স্মরণ করো। পবিত্র হয়ে থাকো, জ্ঞান ধারণ করো। এখন সকলেরই দুর্গতিতে রয়েছে । সত্য যুগে দেবতারা সদ্গতিতে ছিল। পুনরায় বাবা এসে সদগতি প্রদান করান। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... এ হলো সদগতির লক্ষণ। এই লক্ষণ কে দেয়? বাবাই দেন। তাঁর লক্ষণ তাহলে কি হবে? তিনি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন নয় যে সকলেই এক। বাবা একজনই, আমরা সকল আত্মারা তাঁর সন্তান। এখন নতুন রচনা করা হচ্ছে। আমরা সকলেই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু ওরা এ সকল বিষয় বুঝতে পারে না । ব্রাহ্মণ বর্ণ সবচেয়ে উঁচু। ভারতেই এই বর্ণের গুণগান হয়। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এই সকল বর্ণের মাধ্যমে যেতে হয়। ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই থাকে।

আচ্ছা সাইলেন্স (নীরবতা) তো খুবই ভালো । শান্তির হার গলায় পরে আছে। এ হলো এক রানীর গল্প। এখন নিজের ঘর শান্তিধামের কথা খুবই মনে পড়ে। সকলেই শান্তির সেই গৃহে যেতে চায় কিন্তু সেখানে যাবার সঠিক পথ কে বলে দেবে ? শান্তির সাগর বাবা ছাড়া সেই পথ, কেউ বলে দিতে পারবে না। বাবার মহিমা শ্রেষ্ঠ। শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর..... এই মানব সৃষ্টির বীজ রূপ তিনি - কতটা রাত দিনের পার্থক্য। কৃষ্ণকে সৃষ্টির বীজ রূপ বলা যায় না, বাবার মহিমা তার থেকে ভিন্ন। সর্বব্যাপী বললে মহিমা সিদ্ধ হয় না। আর এমনও নয় যে পরমাত্মা বসে নিজের পূজা নিজেই করবেন । পরমাত্মা তো সদা সর্বদাই পূজনীয়, তিনি কখনোই পূজারী হন না। উপর থেকে যেই আসে সে পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে যায় । পয়েন্ট তো অনেক আছে। এখন দেখো কতজন আসছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোটির মধ্যেও কেউ কেউ এই জ্ঞান ধারণ করে, কারণ এই পথের গন্তব্য অনেক উঁচু। প্রজা তো অনেক হতে থাকবে। কিন্তু কোটির মধ্যেও কেউ কেউ মালার দানা হতে পারে। নারদের উদাহরণ আছে.... তুমি নিজের চেহারা দেখো, তুমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছো ? কিছু অল্প সংখ্যকই রাজা হতে পারবে। একজন রাজার অনেক প্রজা হবে। উঁচুতে ওঠার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। রাজাদের মধ্যেও কেউ বড় রাজা তো কেউ ছোট। ভারতে অনেক রাজা রাজত্ব করেছেন, কত রাজত্ব হয়ে এসেছে।

সত্যযুগেও অনেক রাজা, মহারাজারা থাকে, মহারাজাদের আবার প্রিন্স প্রিন্সেসও থাকে।তাদের কাছে অনেক প্রপার্টি থাকে, রাজাদের কাছে কম প্রপার্টি থাকে। এখন হল প্রজার প্রজাদের উপর রাজ্য। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটি হল শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান। তারজন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছো। লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে না রাম সীতার জিজ্ঞাসা করা হলে সকলে বলে লক্ষ্মী-নারায়ণের। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবো। এ'সব হল ওয়ান্ডারফুল বিষয়, আর কোনো জায়গাতেই এই সব কথা হয় না। আর না কোনো শাস্ত্রে আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা বোঝান যে চলতে-ফিরতে নিজেকে অ্যাক্টর মনে করো। এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, এটা সর্বদা যেন স্মরণে থাকে - এটাকেই মনমনাভব, মধ্যাজী ভব বলা হয়। বাবা মুহূর্মুহূ স্মরণ করিয়ে দেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এটি হল রুহানী যাত্রা। এটি বাবা ব্যতীত আর কেউই করাতে পারবে না। ভারতের মহিমাও করতে হবে । এই ভারত হল হোলিয়েস্ট ল্যান্ড (পবিত্রতম স্থান)। সকলের দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, সকলের সদ্গতি দাতা বাবার বার্থ প্লেস জন্মস্থান হল এটি। এই বাবা হলেন সকলের লিবরেটারও। এটি হল বড়'র থেকেও বড় তীর্থস্থান।ভারতবাসী যদিও শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু তারা বাবাকে জানে না। গান্ধীকে জানে, মনে করে যে তিনি অনেক ভালো ছিলেন, সেইজন্য তার উপরে গিয়ে ফুল অর্পণ করে। লাখ লাখ টাকা খরচা করতে থাকে। এই সময় হল তাদের রাজ্য। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই এই বাবা বসে গুপ্ত ধর্মের স্থাপনা করেন। ভারতে প্রথম দেবতাদের রাজ্য ছিল। দেখানো হয় যে অসুর আর দেবতাদের লড়াই লেগেছিল। কিন্তু এ'রকম কোনো কথাই নেই। এখানে যুদ্ধের ময়দানে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করা যায়। মায়ার উপরে বিজয় তো অবশ্যই সর্বশক্তিমান বাবাই প্রাপ্ত করাবেন। বাবাই রাবণ রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে রামরাজ্যের স্থাপনা করছেন। এছাড়া ওখানে লড়াই ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। এখন দেখো মানুষের মধ্যে শক্তিমান হল খ্রীস্টানরা। তারা সবার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। কিন্তু তারা বিশ্বের মালিক হবে, সেই নিয়ম কিন্তু নেই। এই রহস্য তোমরাই জানো। এই সময় সর্বশক্তিমান রাজধানী হল খ্রীস্টানদের। না হলে ওদের সংখ্যা সবথেকে

কম হওয়া উচিত কারণ লাস্টে (অন্তিম) এসেছিল, কিন্তু তিন ধর্মের মধ্যে এরা হল সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। সকলকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে। এই ড্রামাও তৈরী হয়ে আছে। এঁনার দ্বারাই আবার আমরা রাজধানী প্রাপ্ত করি। গল্পকথাতেও আছে দুই বাঁদর লড়ে মরল আর মাখন তৃতীয় কেউ প্রাপ্ত করল। ওরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে থাকে - মাখন ভারতবাসীরা প্রাপ্ত করে। গল্পটা তো হল পাই পয়সার। অর্থ হল কতো বড়। মানুষ (অবিনাশী ড্রামার) অ্যাক্টার হয়েও ড্রামাকে জানে না। এই জ্ঞানকে তাও গরিবরাই বোঝে । ধনী ব্যক্তিরা কিছুই বুঝতে পারে না। গরিবের ভগবান পতিত-পাবন বাবার-ই গায়ন আছে। এখন প্র্যাকটিকালে পার্ট প্লে করছেন। বড়-বড় সভাতেও তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। বিবেক বলে ধীরে ধীরে বাহবা হওয়া শুরু হবে। লাস্ট মোমেন্টে বাদ্যি বাজবে। এখন তো বাচ্চাদের উপর গ্রহের দশা বসতে থাকে। লাইন ক্লিয়ার নেই। বিঘ্ন পড়তে থাকে। যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ প্রালব্ধ লাভ করবে। পান্ডবেরা তিন পা পৃথিবীর পায়নি - এ হল এখনকার গায়ন। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে তারাই আবার বিশ্বের মালিক হবে। প্র্যাকটিকালে তোমরা বাচ্চারা এখন জানো । এতে আফসোস করা যায় না। কল্প পূর্বেও এ'রকমই হয়েছিল। ড্রামার ট্র্যাকে খাড়া থাকতে হবে। নড়াচড়া করলে হবে না। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। ফিরে যাবো সুখধামে। পঠন-পাঠন এমনই করতে হবে যাতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করে নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো কথায় আফসোস করবে না। নিজের বুদ্ধির লাইন সর্বদা ক্লিয়ার রাখতে হবে। গ্রহের দশা থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে।

২) ঘর-গৃহস্থের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে, ঘৃণা করলে চলবে না। কমল ফুল সমান থাকতে হবে। আস্তিক হয়ে সকলকে আস্তিক বানাতে হবে।

বরদানঃ- দরাজদিল হয়ে সেবার প্রত্যক্ষফল প্রকাশিতকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

যে সকল বাচ্চারা দরাজদিল হয়ে সেবা করতে থাকে তাদের সেবার প্রত্যক্ষফলও বিশালাকারে প্রকাশিত হয়। যে কাজই করো, নিজে করার সময়ও দরাজদিল আবার অন্যদেরকে সহযোগী বানানোতেও দরাজদিল হতে হবে। নিজের প্রতি অথবা সাথী সহযোগী আত্মাদের প্রতিও সংকুচিত হৃদয় রেখো না। বড় হৃদয় সম্পন্ন হওয়ায় মাটিও সোনা হয়ে যায়, দুর্বল সাথীও শক্তিশালী হয়ে যায়, অসম্ভব সফলতাও সম্ভব হয়ে যায়। এরজন্য আমি আমি'র বলি চড়াতে হবে, তাহলে বড় হৃদয়ের অধিকারী বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করাই হল শুভচিন্তক হওয়া।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার, তোমার কৃপাতে গহন সুখ..... এখন এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়েছে? অবশ্যই পরমাত্মার বিষয়েই গায়ন রয়েছে ।কারণ পরমাত্মা স্বয়ং মাতা-পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অপার সুখ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই পরমাত্মা কখনও সুখের সৃষ্টি করেছিলেন, তারজন্যই তো ওঁনাকে মাতা-পিতা বলে আহ্বান করে। কিন্তু মনুষ্যরা এটা জানেই না যে সুখ কি জিনিস? যখন এই সৃষ্টিতে অপার সুখ ছিল তখন সৃষ্টিতে শান্তি ছিল, কিন্তু এখন সেই সুখ আর নেই। এখন মনুষ্যর এই ইচ্ছা অবশ্যই উৎপন্ন হয় যে সেই সুখ আমাদের দরকার, আবার কেউ ধন পদার্থ চাইতে থাকে, অনেকে বাচ্চা চাইতে থাকে, কেউ তো আবার এটাও চাইতে থাকে যে আমি যেন পতিব্রতা নারী হই। প্রত্যেকের ইচ্ছা তো হল সুখ প্রাপ্তির, তাই না। তাহলে পরমাত্মা কোনো না কোনো সময় তাদের আশা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তাই সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টিতে স্বর্গ ছিল অবশ্যই সেখানে সর্বদা সুখ ছিল, যেখানে স্ত্রী কখনো বিধবা হতো না, তাই সেই ইচ্ছা সত্যযুগে পূর্ণ হয়, যেখানে অপার সুখ আছে। বাদবাকি এই সময়টাই হল কলিযুগ। এই সময়ে মানুষ দুঃখ-ই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তাছাড়া যখন মানুষ প্রবলভাবে দুঃখ ভোগ করতে থাকে তখন বলে যে প্রভুর দেওয়া থালি প্রসাদের মিষ্টি মনে করে ভোগ করতে হবে। কিন্তু যখন স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদের সমস্ত কর্মের খাতা সমাপ্ত করেন, তখনই

আমরা বলবো তুমি মাতা পিতা..... আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;